রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

জুন-২০২৪

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

জুন মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৭২৬**টি। নিহত **৬৪৪** জন এবং আহত কমপক্ষে **১০৮২** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৮৭**, শিশু **১১৪**। **২৬৫**টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **২২৭** জন, যা মোট নিহতের **৩৫.২৪** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **৩৬.৫০** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **১২৮** জন পথচারী নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের **১৯.৮৭** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **১০১** জন, অর্থাৎ **১৫.৬৮** শতাংশ।

এই সময়ে **১১**টি নৌ-দুর্ঘটনায় **১৪** জন নিহত, **৩** জন আহত এবং ৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। **৩১**টি রেল ট্র্যাক দুর্ঘটনায় **২৫** জন নিহত এবং **১৪** জন আহত হয়েছেন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯টি জাতীয় দৈনিক, **৭**টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্র:

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **২২৭** জন **(৩৫.২৪%)**, বাসের যাত্রী **২৯** জন **(৪.৫০%)**, ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান-ট্রাক্টর-ট্রলি আরোহী **৫১** জন **(৭.৯১%)**, প্রাইভেটকার-মাইক্রোবাস-অ্যাম্বুলেন্স-জীপ আরোহী **৩৮** জন **(৫.৯০%)**, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-টেম্পু-লেগুনা) **১২৮** জন **(১৯.৮৭%)**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-করিমন ভটভটি-আলমসাধু-মাহিন্দ্র) **২৬** জন **(৪.০৩%)** এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা আরোহী **১৭** জন **(২.৬৩%)** নিহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরন:

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **২৫৬**টি (**৩৫.২৬%**) জাতীয় মহাসড়কে, **২৭৮**টি (**৩৮.২৯%**) আঞ্চলিক সড়কে, **৭৯**টি (**১০.৮৮%**) গ্রামীণ সড়কে এবং **১০৭**টি (**১৪.৭৩%**) শহরের সড়কে এবং **৬**টি (**০.৮২%**) অন্যান্য স্থানে সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরন:

দুর্ঘটনাসমূহের **১৬৩**টি (**২২.৪৫%**) মুখোমুখি সংঘর্ষ, **৩১৪**টি (**৪৩.২৫%**) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১৩৪**টি (**১৮.৪৫%**) পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৯১**টি (**১২.৫৩%**) যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **২৪**টি (**৩.৩০%**) অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহন:

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি-ড্রামট্রাক-কার্গো ট্রাক-ট্যাঙ্ক লরি **২৭.২৮%**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-জীপ **৫.৬৬%**, যাত্রীবাহী বাস **১৩%**, মোটরসাইকেল **২৪.৬৭%**, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-টেম্পু) **১৬.৪৭%**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-করিমন-ভটভটি-আলমসাধু-টমটম-মাহিন্দ্র) **৮%**, বাইসাইকেল-রিকশা **২.০৯%** এবং অজ্ঞাত যানবাহন **২.৭৮%**।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা:

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা **১,১৪৭**টি। (বাস **১৪৯**, ট্রাক **১৭৭**, কাভার্ডভ্যান **৩৪**, পিকআপ **৫৩**, ট্রাক্টর **১৪**, ট্রলি **১১**, লরি **৩**, ড্রাম ট্রাক **১৭**, কার্গো ট্রাক **২**, ট্যাঙ্ক লরি **২**, মাইক্রোবাস **২৯**, প্রাইভেটকার **২৭**, অ্যাম্বুলেন্স **৫**, জীপ **৪**, মোটরসাইকেল **২৮৩**, থ্রি-হুইলার **১৮৯** (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-

লেগুনা-টেম্পু), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন **৯২** (নসিমন-করিমন-ভটভটি-আলমসাধু-টমটম-মাহিন্দ্র), বাইসাইকেল-রিকশা-রিকশাভ্যান **২৪** এবং অজ্ঞাত যানবাহন **৩২**টি।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণ:
সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **৮.৫৩%**, সকালে **২৩.৮২%**, দুপুরে **২১.৪৮%**, বিকালে **১৭.০৭%**, সন্ধ্যায় **৮.৪০%** এবং রাতে **২০.৬৬%**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান:
দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **২৩.৬৯%**, প্রাণহানি **২৪.০৬%**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **১৩.৪৯%**, প্রাণহানি **১৪.৫৯%**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **১৮.৪৫%**, প্রাণহানি **১৮%**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **১০.০৫%**, প্রাণহানি **৯.৬২%**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৭.১৬%**, প্রাণহানি **৭.১৪%**, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **৬.১৯%**, প্রাণহানি **৫.৯০%**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **১৩.৩৬%**, প্রাণহানি **১৩.৮১%** এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **৭.৫৭%**, প্রাণহানি **৬.৮৩%** ঘটেছে।

ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি **১৭২**টি দুর্ঘটনায় **১৫৫** জন নিহত হয়েছেন। **সিলেট বিভাগে** সবচেয়ে কম **৪৫**টি দুর্ঘটনায় **৩৮** জন নিহত হয়েছেন।

রাজধানী ঢাকায় ৩৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৯ জন নিহত ও ৩৪ জন আহত হয়েছে।

নিহতদের পেশাগত পরিচয়:
গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, বিজিবি সদস্য **২** জন, হাইওয়ে পুলিশ **১** জন, আনসার সদস্য **১** জন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক **৭** জন, প্রাণি চিকিৎসক **১** জন, সাংবাদিক **২** জন, প্রকৌশলী **৩** জন, কৃষি অফিসার **১** জন, গ্যাস ফিল্ড অফিসার **১** জন, বন প্রহরী **১** জন, টিকেট মাস্টার **১** জন, মিটার রিডার **১** জন, বিদ্যুৎ কর্মচারী **১** জন, বিভিন্ন ব্যাংক-বীমা কর্মকর্তা ও কর্মচারী **৮** জন, বিভিন্ন এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী **১৩** জন, মসজিদের ইমাম ও হাফেজ **৪** জন, ঔষধ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি **১৪** জন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী **২২** জন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা **১৭** জন, পোশাক শ্রমিক **৫** জন, নির্মাণ শ্রমিক **৬** জন, রাজমিস্ত্রি **৩** জন, নিরাপত্তা প্রহরী **২** জন, সিএনজি মিস্ত্রি **১** জন, প্রতিবন্ধী **৩** জন এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের **১** জন ছাত্রী-সহ দেশের বিভিন্ন স্কুল-মাদরাসা ও কলেজের **৮৪** জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ:
১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা;
৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহ:
১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে;
৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা পার্শ্ব রাস্তা (সার্ভিস রোড) তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দুর্ঘটনা পর্যালোচনা ও মন্তব্য:

গত মে মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় **৪৮৬** জন নিহত হয়েছিল। প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছিল **১৫.৬৭** জন। জুন মাসে প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছে **২১.৪৬** জন। এই হিসাবে জুন মাসে প্রাণহানি বেড়েছে **৩৬.৯৪%।**

অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটছে অতিরিক্ত গতির কারণে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে। এই গতি নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরদারী এবং চালকদের মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ দরকার। বেপরোয়া যানবাহন এবং পথচারীদের অসচেতনতার কারণে পথচারী নিহতের ঘটনা বাড়ছে। তাই, সরকারি উদ্যোগে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জীবনমুখি সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।

পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে, নিয়োগপত্র, বেতন ও কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকার কারণে বাস এবং পণ্যবাহী যানবাহনের অধিকাংশ চালক শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ। তাদের মধ্যে জীবনবোধ ঠিকমতো কাজ করে না। পণ্যবাহী যানবাহন চালকদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রকট। তারা সবসময় অস্বাভাবিক আচরণ করেন এবং বেপরোয়াভাবে যানবাহন চালান। ফলে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হন। পরিবহন চালকদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত না করলে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

মোটরসাইকেল চালকদের বিরাট অংশ কিশোর-যুবক। এরা বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালিয়ে নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে এবং অন্যদের আক্রান্ত করছে। মোটরসাইকেল বেপরোয়া চালানোর সাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। এটা বন্ধ করতে হবে। মোটকথা, দেশে টেকসই সড়ক পরিবহন কৌশল প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনে: **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**